গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

এবং

সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

‘সমঝোতা স্মারক’

সূচীপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশন কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র .....

প্রস্াবনা .....

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশনের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি .....

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) .....

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ .....

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) .....

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্বায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি .....

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা .....

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশনের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Ministry/Division/Commission)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

৮ম বিজেএস পরীক্ষার এবং ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে যথাক্রমে ৫৩ এবং ১০০ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়েছে এবং ১১৫টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ইতোমধ্যে ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর আয়োজনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরম্ন হয়েছে। ৭ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিস ১৫০ জন সহকারী জজগণের ২০১৪ সালের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ফল প্রকাশসহ ১১৯ জন সহকারী জজের ২০১৫ সালের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফল প্রকাশের অপেড়্গায় আছে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী আদালতসমূহের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ জেলা জজ ও অধঃস্তন আদালতসমূহ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) বিধিমালা, ১৯৮৯ এর বিদ্যমান অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব প্রস্তুত করে প্রস্তাবটি আইন আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

২০০৯-২০১৪ সন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য সুপারিশকৃত প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত হল ঃ

বছর	পরীক্ষার নাম	মোট প্রার্থী	সুপারিশকৃত প্রার্থী
২০১২	৭ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১২	৪১৩৬	৮০
২০১৩	৮ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৩	৩৯৪৭	৫৩
২০১৪	৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪	৩৫৭৩	
২০১৫	৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪	৩৫৭৩	১০০

২০০৯-২০১৪ সন পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

বছর	১ম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা	২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা	মোট প্রার্থী
২০১৩	৬০	১২০	১৮০
২০১৪	১৫০		
২০১৫	১১৯		

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

অত্র কমিশনের নিজস্ব কোন ভবন নেই। নিজস্ব জায়গায় পৃথক ভবন না থাকায় বিজেএস পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের নিরাপত্তা এবং স্থান সংকুলানের সমস্যা রয়েছে। জনবলের অপ্রতুলতা কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারম্নরূপে যথাসময়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন পরীক্ষার যাবতীয় কাজের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জনবল নিরাপদ নয়। অত্র কমিশন অফিসের নিজস্ব কোন OMR মেশিন ও উক্ত মেশিন পরিচালনা করার মত দক্ষ জনবল নেই।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

১০ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে ১১৫জনকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের নিমিত্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রেরণ। শিক্ষানবিশ সহকারী জজ/সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য দুইটি বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পন্ন করা এছাড়াও বিজেএস পরীক্ষা সামগ্রীকভাবে অধিকতর যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী ও আধুনিক করার নিমিত্ত UNDP এর JSF প্রকল্পের আওতায় ৭০,৯৫০ ইউএস ডলারের একটি সীড ফান্ড প্রকল্পে বিজেএস পরীক্ষা পদ্ধতিতে Online Application Registration System এবং E-library Manegement System চালু করা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- ১১৫ জন সহকারী জজ নিয়োগের জন্য নির্বাচন
- ২টি বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পন্ন।

উপক্রমনিকা

সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

এবং

সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৬ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো।

এই সমঝোতা স্মারকে উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে সম্মত হবেন ;

সেকশন-১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশনের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণার্থে মেধা ও উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নির্বাচন করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

জুডিসিয়াল সার্ভিসে বাংলাদেশী আইন গ্রাজুয়েটদেরকে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা, কর্ম-স্বাধীনতা, কার্যকারিতা বজায় রাখা এবং তাদেরকে গ্রহণযোগ্য বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মজীবনে পথ নির্দেশ করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
২. বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্বায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্বায়ন
৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Founctions)

১। সর্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা;

২। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সার্ভিস পদে নিয়োগ বা তৎসংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে, সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান;

৩। সহকারী জজ/সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বিভাগীয় পরীক্ষা পরিচালনা।